৩/৭/২০০০

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে প্রধান প্রকৌশলী নেই, চলছে ফ্রী স্টাইলে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রায় এক শ' কোটি টাকা পাওনা থাকায় দেশজুড়ে প্রতিষ্ঠানের ৩২ জোনে ঠিকাদারদের মধ্যে চরম অসন্তোষ ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। সরকারের মেয়াদ যতই ফুরিয়ে আসছে ততই টাকার জন্য তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে। প্রধান প্রকৌশলী না থাকায় গোটা ডিপার্টমেন্টে লেজেগোবরে ও নাজুক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের কাছ থেকে অর্থ ছাড় করিয়ে যথাসময়ে ঠিকাদারদের পাওনা পরিশোধের উদ্যোগ নেবার মতো কর্তাব্যক্তি এই ডিপার্টমেন্টে নেই। বছরে কমপক্ষে সাড়ে তিন শ' কোটি টাকার ওয়ার্কলোড এবং দেড় হাজার জনবল নিয়ে চলা ফ্যাসিলিটিজ চলছে ফ্রী স্টাইলে, গোঁজামিল দিয়ে।

যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে একটি ডিপার্টমেন্ট কিভাবে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ। গত প্রায় একযুগ ধরে জোড়াতালি দিয়ে প্রধান প্রকৌশলীর পদটি চালানো হচ্ছে। সর্বশেষ মনোয়ার হোসেন চৌধুরীকে প্রধান প্রকৌশলী করা হলেও তিনি স্বেচ্ছায় ফ্যাসিলিটিজ ছেড়ে চলে যান। এই পদের জন্য রাজস্ব খাতের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এসএসএম এ মান্নান ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একমাত্র যোগ্য হলেও দুর্নীতির অভিযোগে তিনি ওএসডি রয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে ফ্যাসিলিটিজের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর মূল পদে পদায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে সম্প্রতি চিঠি দেয়া হয়েছে।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন কাজ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে বর্তমান সরকারের আমলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। সরকারের মেয়াদ যতই ফুরিয়ে আসছে ততই ডিপার্টমেন্টে ও ঠিকাদারদের মধ্যে অসন্তোষ

ঠিকাদারদের পাওনা এক শ' কোটি টাকা

বাড়ছে। সরকারের কাছ থেকে অর্থ ছাড় করিয়ে ঠিকাদারদের নির্মাণ কাজের বিল পরিশোধ করা হচ্ছে না। গত ৩০ জুন শেষ হওয়া একটি প্রকল্প নিয়ে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী স্কুল (ডবল শিফট) প্রকল্পের মেয়াদ ঠিকাদারদের আট কোটি টাকা পাওনা পরিশোধ ছাড়াই গত ৩০ জুন শেষ হয়ে গেছে। পাওনাদার ঠিকাদাররা পড়েছেন বিপাকে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার আগে অর্থ ছাড় না করানোর কারণে বিষয়টি নিয়ে মারাত্মক জটিল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সূত্র জানায়, ভিন্ন উপায়ে এই অর্থ ছাড় করানোর চেষ্টা চলছে। পাওনাদার এক ঠিকাদার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এর দায়দায়িত্ব ডিপার্টমেন্টের। যোগ্য নেতৃত্ব না থাকায় এভাবে তাঁদের হয়রানি পোহাতে হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সূত্র জানায়, চার শ' কোটি টাকার একটি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী এসএসএম এ মান্নানকে '৯৯ সালের ২৭ জুলাই ওএসডি করা হয়। বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চিঠি চালাচালি চলছে। শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব স্বাক্ষরিত মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে যে, জনাব মান্নানের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলা ও তদন্ত নিজস্ব গতিতে চলবে। তবে তাঁকে মূল পদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসাবে পদায়নের ব্যবস্থা করা হোক। এদিকে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী এসএসএমএ মান্নান বলেন, যে প্রকল্পে চার শ' কোটি টাকা দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে তা থেকে এক টাকা পাবার স্কোপও তাঁর ছিল না। কারণ ফ্যাসিলিটিজের ৩২ জোনে আয়ন-ব্যয়ন অফিসার ট্রেজারি চেকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ফার্মকে পাওনা পরিশোধ করেছে। প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে তিনি প্রধান কার্যালয় থেকে প্রকল্পভিত্তিক প্লান ও ডিজাইন অনুমোদন করে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে পাঠিয়েছেন। নির্বাহী প্রকৌশলী টেন্ডার আহ্বান, ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ ও বিল পরিশোধ করেছেন। তাই কোন দুর্নীতি হলে তাঁর দায়দায়িত্ব তাদেরই বলে তিনি উল্লেখ করেন।